সূরা আল্ কাওসার-১০৮
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ। এ সূরা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। সূরার পর সূরা সাজানোর ক্ষেত্রে এ সূরা শেষদিকে স্থান পাওয়ায় প্রমাণিত হয়, পবিত্র কুরআনের সূরা সাজানোর ও গ্রন্থনার কাজও আল্লাহ্‌র নির্দেশমত সম্পন্ন হয়েছে। নতুবা নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ এ সূরা কুরআনের শেষ প্রান্তে স্থান পেত না। যে ক্রমধারায় কুরআনের বাণী বর্তমানে সন্নিবেশিত আছে তা অবতরণের ক্রমধারা বা ধারাবাহিকতা থেকে ভিন্ন। এটা কুরআন করীমের এক মু'জিযা, সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক ঐশী-বাণী যথোপযুক্তভাবে অবতীর্ণ হলো বটে, কিন্তু সমগ্র কুরআনে স্থান পাওয়ার সময় মানুষের চিরন্তন ও চিরকালের প্রয়োজনকে সামনে রেখে স্থান পেল। এ সূরাতে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিটি এমন এক সময়ে দেয়া হয়েছিল যখন নবী করীম (সাঃ) মক্কানগরীর বাইরে মোটেই পরিচিত ছিলেন না এবং তাঁর এ দাবী যে তিনি মানবের জন্য সর্বশেষ শরীয়ত-বাহক পরিত্রাণকর্তারূপে বিশ্বে প্রেরিত হয়েছেন, তা তাঁর শহরবাসীদের মনেও কোন গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। কিন্তু প্রতিশ্রুতির কী অসামান্য দৃঢ়তা, আর এর ভাষা কত স্বচ্ছ, শক্তিশালী ও সংক্ষিপ্ত! প্রতিশ্রুতির জোরালো বাক্যটি হলো, 'আমরা তোমাকে কাওসার দান করেছি' অর্থাৎ 'আমরা তোমার উপর সকল প্রকারের মঙ্গল ও আশিস-ধারা ঢেলে দিয়েছি' কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে, মহানবী (সাঃ)কে প্রতিশ্রুত আশিস ধারা নিশ্চিন্তভাবে দেয়া হয়ে গেছে। কুরআনের ঐশী উৎস হওয়া এ কথা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে এ সূরাটি এরূপ একটি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার কথা একবারেই অসম্ভব ও চিন্তাতীত ছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি সূর্যের মত দেদীপ্যমান অবস্থায় পূর্ণ হওয়ার পরে সূরাটি কুরআনের শেষের দিকে অবস্থান গ্রহণ করে সমগ্র কুরআনের সত্যতাকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সম্পর্ক এভাবে রয়েছে, পূর্ব সূরাতে মুনাফিকদের কয়েকটি গুরুতর নৈতিক পাপের উল্লেখ করা হয়েছিল, আর এ সূরাতে সেগুলোর মোকাবিলায় মু'মিনদের কয়েকটি নৈতিক গুণ ও পুণ্যকাজের উল্লেখ স্থান পেয়েছে, যেমন- মহানুভবতা, নামায আদায়, আল্লাহ্‌র নিকটে আত্ম-নিবেদন এবং জাতির প্রয়োজনে আত্মত্যাগ বা কুরবানী।

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ اٰيَاتُهَا ٣ رُكُوْعُهَا ١

সূরা আল্ কাওসার-১০৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ②

২। নিশ্চয় আমরা তোমাকে ক.'কাওসার' (অর্থাৎ কল্যাণের প্রাচুর্য) দান করেছি[৩৪৪৮]।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ③

৩। সুতরাং তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর।

দেখুন ঃ ক. ৯৩ঃ৬।

৩৪৪৮। 'কাওসার' শব্দের অন্যান্য অর্থ ছাড়াও একটি প্রধান অর্থ, 'অপরিসীম মঙ্গল'। যে ব্যক্তির মধ্যে সীমাহীন মঙ্গল ও সম্পদ রয়েছে এবং সে তা বহুল পরিমাণে সর্বদা বিতরণ করে, সে ব্যক্তিকেও 'কাওসার' বলা হয় (মুফরাদাত এবং জরীর)। এ সূরাতে হযরত নবী করীম (সাঃ)কে আল্লাহ্ তাআলা এমন এক সুমহান ব্যক্তি সাব্যস্ত করেছেন, যাঁর প্রতি তিনি অপরিমিত মঙ্গল ও আশীর্বাদরাজি বর্ষণ করেছেন । এ সূরাটি মহানবী (সাঃ) এর জীবনের এমন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন তিনি একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন এবং দান করার মত তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি তখন অতিশয় দরিদ্র ছিলেন এবং তাঁর নবুওয়তের দাবীকে বিবেচনার অযোগ্য বলে গণ্য হচ্ছিল। এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার বহু বৎসর পরও তাঁকে উপহাস ও বিদ্রূপ করা হয়েছে, তাঁকে বিরোধিতা সহ্য ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ও হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি প্রিয় মাতৃ-নগরী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তাঁর ছিন্ন-মস্তকের জন্য এক বিরাট অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের পরও কয়েকটি বছর তাঁর জীবন প্রতি মুহূর্তে বিপদাপন্ন ও নিরাপত্তাহীন ছিল। তাঁর শত্রুরা তাঁর এরূপ হীনবল অবস্থার সাথে নিজেদের ধনবল ও জনবলের তুলনামূলক বিশাল ব্যবধান দেখে অতি উৎসাহ ও ব্যগ্রতার সাথে ইসলামের দ্রুত ধ্বংস ও বিনাশের দিন গুণছিল। অতঃপর মহানবী (সাঃ) এর জীবনের শেষপর্বে ধনে-জনে , মানে-সম্মানে, জ্ঞানে-গরিমায়, ভক্তি-ভালবাসায়, সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা ও প্রাচুর্যে তিনি এমন মহা-সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন, মানবেতিহাসে এর দৃষ্টান্ত নেই। অতএব আল্লাহ্র দেয়া 'কাওসার' এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো। মক্কার আইনে আশ্রয়-চ্যুত ব্যক্তি সমগ্র আরবের ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়ে গেলেন, মরুভূমির নিরক্ষর অবহেলিত সন্তান বিশ্বমানবের চিরদিনের শিক্ষকে পরিণত হলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এমন একটি 'কিতাব' দিলেন যা মানব-জাতির চিরস্থায়ী ও অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক হয়ে রইলো। তিনি নিজের মধ্যে ঐশী গুণাবলীর জ্যোতির্মালাকে ধারণপূর্বক আল্লাহ্র এতই নিকটবর্তী হয়ে গেলেন যে এর চাইতে অধিক নৈকট্য-অর্জন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাঁকে এরূপ এক তুলনাবিহীন ভক্তের দল দেয়া হলো যাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য ও শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিবার জন্য তাঁর প্রভুর কাছ থেকে ডাক এল তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলীর সবটাই পুরোপুরিভাবে তিনি পালন করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সর্বপ্রকারের কল্যাণ, জাগতিক হোক আর আধ্যাত্মিক হোক, পূর্ণ মাত্রায় মহানবী (সাঃ) এর প্রতি বর্ষিত হয়েছিল। অতএব মহানবী (সাঃ) এর ন্যায্য-প্রাপ্য হিসাবেই এটা বলা যুক্তিযুক্ত হয়েছে, 'সকল নবীর মধ্যে তিনিই সর্বাধিক কৃতকার্য' (এনাসাই, বৃট)।

১
[৪] ৪। নিশ্চয় তোমার শত্রু-ই অপুত্রক (সাব্যস্ত) হবে[৩৪৪৯]।
৩৩

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝ ع ٣٣

দেখুন ঃ ক. ১১১ঃ২।

৩৪৪৯। এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে এ আয়াতটিতে নবী করীম (সাঃ) এর শত্রুদেরকে অত্যন্ত জোরালোভাবে পুত্রহীন (আব্‌তার) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যদিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ সূরা অবতরণের পূর্বে ও পরে মহানবী (সাঃ) এর যত পুত্র সন্তান জন্মেছিলেন, তাঁদের সকলেই অল্প বয়সে মারা যান এবং তাঁর তিরোধানের সময় তিনি কোন পুত্রসন্তান রেখে যাননি। এতে স্পষ্টত বুঝা যায়, এখানে 'আবতার' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তির কোন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী নেই। আবতার অর্থ এ নয় যে তার কোন ঔরসজাত পুত্র নেই। 'আবতার' (অপুত্রক) কথাটি এখানে আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত ঐশী পরিকল্পনা এটাই ছিল, মহানবী (সাঃ) এর কোন দৈহিক পুত্র থাকবে না, কিন্তু তাঁর (সাঃ) জন্য নির্ধারিত ছিল, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে অসংখ্য আধ্যাত্মিক পুত্রের পিতা হয়ে অমর হয়ে থাকবেন এবং এসব আধ্যাত্মিক পুত্র হবেন শারীরিক পুত্র অপেক্ষা শতগুণে অধিক অনুগত ও ভক্ত এবং অধিক প্রেমিক। অতএব রসূলে পাক (সাঃ) অপুত্রক ছিলেন না, বরং তাঁর শত্রুরাই অপুত্রক হয়ে গেছে। কেননা তাদের সন্তানগণ ইসলামে দীক্ষিত হয়ে মহানবী (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক সন্তান রূপে পরিগণিত হলেন এবং তাঁরা তাঁদের (দৈহিক) পিতাদের অত্যাচার-অনাচার ও ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাদের নাম উচ্চারণ করতেও লজ্জা ও অপমান বোধ করতেন।

['কাউসার' এর একটি অর্থ প্রত্যেক প্রকার কল্যাণের প্রাচুর্য। তেমনি সে ব্যক্তিও কাওসার যিনি অনেক সম্পদ বিতরণ ও বন্টন করেন আর তিনি অতি দানশীল। যেমন, হাদীসে আগমনকারী মসীহ্ ও মাহদী সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তিনি এত সম্পদ বিতরণ করবেন, মানুষ তা গ্রহণ করবে না'। এ সূরায় কাফিরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত মূল আপত্তি রসূলুল্লাহ্‌র দৈহিক পুত্রসন্তান না থাকার উল্লেখ করে তা খন্ডন করা হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী আকারে বলা হয়েছে, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার দৈহিক পুত্র সন্তান না থাকলেও তোমাকে আল্লাহ্ তাআলা এমন এক কল্যাণ ও আশীষ বন্টনকারী আধ্যাত্মিক সন্তান দান করবেন, যে কাওসার সাব্যস্ত হবে।' অতএব এস্থলে আগমনকারী এমন এক উম্মতীর উল্লেখ রয়েছে যিনি আধ্যাত্মিকভাবে মহানবী (সাঃ) এর পুত্র হবেন। (হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) কর্তৃক প্রণীত তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]